“কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস” বলতে কি বুঝায়?

আল্লাহ্‌র (ﷻ) নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করার অর্থ হলো:- ব্যাপক ও বিশদভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আপন সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি মানবজাতিকে আহবান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নাবী ও রাছূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব নাযিল করেছেন।

এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.[১]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি আমার রাছূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।[২]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.[৩]

অর্থাৎ- মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ ﷻ নাবীগণকে সুসংবাদবাহক ও ভয় প্রদর্শকরূপে পাঠালেন এবং তিনি তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন সত্য সহ, যেন তা- মানবজাতি যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়।[৪]

আল্লাহ ﷻ তার নাযিলকৃত কিতাব সমূহের মধ্য হতে যে সব কিতাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, সেসব কিতাবের প্রতি বিশদভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে। যেমন- তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ও আল ক্বোরআন। এগুলোর মধ্যে আল ক্বোরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী অন্যান্য কিতাব সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী।

সমগ্র উম্মাতের জন্য ক্বোরআনে কারীমের অনুসরণ এবং রাছূলুল্লাহ ﷺ এর ছুন্নাহ অনুযায়ী ক্বোরআনে কারীমের সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা মেনে নেয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবী মুহাম্মাদকে (ﷺ) সমগ্র জিন ও মানবজাতির প্রতি রাছূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি এই মহান কিতাব;

---

১. سورة الحديد- ٢٥

২. ছূরা আল হাদীদ- ২৫

৩. سورة البقرة- ٢١٣

৪. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২১৩

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

আল ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি (রাছূল ﷺ) এর দ্বারা (আল ক্বোরআনের দ্বারা) লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন। সর্বোপরী আল্লাহ ﷻ ক্বোরআনে কারীমকে মানবজাতির অন্তরের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির প্রতিকার, তাদের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রতিপাদক এবং ঈমানদারদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রাহ্‌মাত স্বরূপ নাযিল করেছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.[৫]

অর্থাৎ- আর এটি এমন এক কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়। অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং ভয় করো, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.[৭]

অর্থাৎ- আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেকটি বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে এবং হিদায়াত, রাহ্‌মাত ও মুছলমানদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[৮]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.[৯]

অর্থাৎ- বলুন, হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছূল, সমগ্র আছমান ও যমীনে যার রাজত্ব। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর সেই নাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো যিনি আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত কালামে বিশ্বাস রাখেন, এবং তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো। যাতে তোমরা সরল-সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পার।[১০]

---

৫. سورة الأنعام- ١٥٥

৬. ছূরা আল আন'আম- ১৫৫

৭. سورة النحل- ٨٩

৮. ছূরা আন্ নাহ্‌ল- ৮৯

৯. سورة الأعراف- ١٥٩

১০. ছূরা আল আ'রাফ- ১৫৮

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.